যায়যায়দিন
৯ আগস্ট ২০১০ সোমবার

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার বাস্তবায়ন চায় জনগণ

ইয়াসমীন আরা লেখা

২ আগস্ট সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্বেগ ও দুর্ঘটনা রোধে তার নির্দেশ হতাশার মাঝেও কিছুটা আশার আলো জাগিয়ে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী দুর্ঘটনা রোধে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন। জানি না সংশ্লিষ্টরা তার নির্দেশ মানবেন নাকি অবৈধ অর্থের কাছে আবারো কোনো জীবনকে বলি দেয়ার কাজটি সারবেন। মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী দুর্ঘটনা রোধে প্রতি ৬ মাস অন্তর গাড়ি চালকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন। ভুয়া লাইসেন্স প্রতিরোধে বিআরটিএকে আরো কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়ে লাইসেন্স দেয়ায় অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণা বাস্তবে রূপ পাবে নাকি তা কাগজে-কলমে থাকবে তা এখন দেখার বিষয়। সন্দেহের কারণ কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নন, কারণ হলেন প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'সংশ্লিষ্ট'রা। দেশে যত সমস্যা তৈরি হয় তা কিন্তু এ সংশ্লিষ্টদের অবহেলা, লোভ এবং স্বার্থবিষয়ক কারণে। এ 'সংশ্লিষ্ট'রা উর্ধ্বতন মহল থেকে একটি নির্দেশ পাওয়ার পর কয়েকদিনের জন্য নড়েচড়ে বসেন। দিন যত যেতে থাকে তারা ততই নিজেদের মতো করে চলতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। ততদিনে নির্দেশদাতা ভিন্ন বাস্তবতায় আগের নির্দেশের বিষয়টি ভুলে যান। যার কারণে ফলোআপ হয় না। সুযোগ পান 'সংশ্লিষ্ট'রা। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ নির্দেশের ক্ষেত্রে নিয়মিত ফলোআপ থাকবে সেটা কামনা করি। তাতে অন্তত 'সংশ্লিষ্ট'রা ঢিলেমির সুযোগ পাবেন না। অকালে ঝরে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে অনেক প্রাণ। পঙ্গুত্বের অভিশাপ থেকে বেঁচে যাবে আমাদের অনেক প্রিয়জন।

সড়ক দুর্ঘটনা আমাদের দেশে একটি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের প্রতিটি সড়কই এখন আমাদের কাছে মৃত্যুফাঁদ। প্রতিদিনই কোনো না কোনো সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটছে, অকালে প্রাণ হারাচ্ছে কিছু মানুষ। আবার অনেকে চিরজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে মরণযন্ত্রণা ভোগ করছেন। যাদের কারণে এ দুর্ঘটনা অর্থাৎ চালকরা দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই পগার পাড়। তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। পুলিশ তাদের খুঁজে পায় না। বিআরটিএ দুর্ঘটনায় জড়িত গাড়ির ড্রাইভারকে খুঁজে পায় না বা তার লাইসেন্স বাতিল করতে পারে না। ফলে ওই ড্রাইভার কিছুদিন পালিয়ে থেকে আবারো গাড়ি চালাতে শুরু করে। এক্ষেত্রে 'সংশ্লিষ্ট'দের (পুলিশ ও বিআরটিএ) মধ্যে সমন্বয় না থাকার কারণে দুর্ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ড্রাইভারটি আত্মগোপন থেকে বেরিয়ে আবার আগের কাজে যুক্ত হলেও তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া যায় না।

এবারে আসা যাক বিআরটিএ প্রসঙ্গে। বিআরটিএ সম্পর্কে অভিযোগের অন্ত নেই। ভুয়া লাইসেন্স থেকে শুরু করে যানবাহন

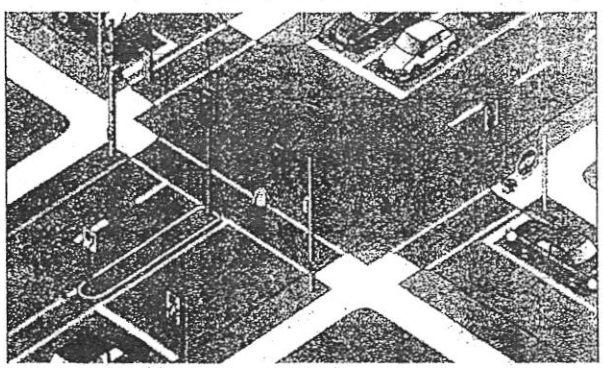

সেক্টরের এমন কোনো অপকর্ম নেই যা এ প্রতিষ্ঠানটিতে হয় না। এ দেশের অনেক মানুষ বিশ্বাস করেন সড়ক দুর্ঘটনার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী এ প্রতিষ্ঠানটি। অভিযোগ আছে অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে ভুয়া লাইসেন্স প্রদানের সঙ্গে যুক্ত এ প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ ব্যক্তি। বিআরটিএতে গড়ে ওঠা দালালচক্রও এদের পোষ্য। এ অভিযোগ এবং এ তথ্য বহু বছর ওপেনসিক্রেট হলেও প্রতিষ্ঠানটির কারো বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে শোনা যায়নি। এবার প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পর এ পরিস্থিতির কতটা পরিবর্তন হয়েছে সেটা দেখার অপেক্ষায় দেশের অনেক মানুষ।

প্রসঙ্গক্রমে আসবে ট্রাফিক পুলিশের বিষয়টি। আমাদের এ বিভাগের পুলিশকর্মীরা আসল লাইসেন্স ও ভুয়া লাইসেন্স ভালোভাবে চিনলেও সামান্য কয়টা টাকা ঘুষের বিনিময়ে একশ্রেণীর ট্রাফিক ভুয়াদের ছাড় দেন। বাসে ও ট্রাকে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই ও মাল বোঝাই থাকলেও একশ্রেণীর ট্রাফিক পুলিশ তা দেখেও না দেখার ভান করেন ঘুষের কারণে। দূরযাত্রায় পরিবহনের এ ধরনের অবস্থার কারণে দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক। এদিকে দেশের মহাসড়কগুলোয় যানবাহন সঠিক নিয়মে চলছে কিনা সেটা দেখার দায়িত্ব হাইওয়ে পুলিশের। কিন্তু দিনের পর দিন হাইওয়েতে চলা অধিকাংশ যানবাহন গতির পাল্লায় মেতে ওঠলেও তাদের বিরুদ্ধে তেমন দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় না হাইওয়ে পুলিশকে। শুধু হাইওয়ে পুলিশ কেন, খোদ রাজধানীতে বিভিন্ন কাউন্টার সার্ভিস বাস এবং বলাকা, ৩নং সার্ভিস, ৬নং সার্ভিস, যাত্রাবাড়ি পরিবহন, ২৭নং সার্ভিসসহ যাত্রী পরিবহনে থাকা বাসগুলো যেভাবে গতির পাল্লা দিয়ে চলে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় না ট্রাফিক পুলিশকে। তারা অপেক্ষা করে দুর্ঘটনা ঘটা পর্যন্ত। রাজধানীতে চলা এসব বাস সার্ভিস কোনো নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা করে না করলেও ট্রাফিক পুলিশ তাদের তোয়াক্কা করে ঠিকই। শোনা যায় এ তোয়াক্কার কারণ হলো লেনদেন। সে কারণে রাস্তা বন্ধ করে যাত্রী ওঠাতে গিয়ে অন্যের চলাচলে বিঘ্ন ঘটানো বা যানজট সৃষ্টির জন্য, গতির পাল্লা দিয়ে ভীতি ছড়ানোর নিয়মভাঙা অথবা দুর্ঘটনার পরও পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয় না এসব বাস সার্ভিসের বিরুদ্ধে। জানি না প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের কঠোর নির্দেশের পর ট্রাফিক পুলিশ আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কতটা কঠোর হবে।

বিআরটিএ এবং পুলিশের দায়িত্বহীনতার পাশাপাশি আমাদেরও ভেবে দেখতে হবে আমরা কতটা দায়িত্ব সচেতন। আমরা যারা দেশের নাগরিক দেশের ভালো কিছুর জন্য আমাদেরও কিছু করণীয় আছে। দূরপাল্লার বা শহর এলাকার যে যাত্রীবাহী বাসটি বল্গাহীন গতিতে চলছে বা গতির প্রতিযোগিতায় নেমেছে সেই বাসটির ড্রাইভারকে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব যাত্রীদেরও কম নয়। যাত্রীরা যদি জোটবদ্ধভাবে এ কাজটি করতে পারেন তাহলে পরিস্থিতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এছাড়া গাড়ির মালিক যারা আছেন, সেটি বাস-ট্রাক বা প্রাইভেট কার হোক না কেন তারা যদি সিদ্ধান্ত নেন যে ভুয়া লাইসেন্সধারী কোনো ড্রাইভারকে তারা গাড়ি চালাতে দেবেন না তাহলেও কম উন্নতি হবে না পরিস্থিতির। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর আমরা সবাই যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে আমাদের দায়িত্বটি পালন করি তাহলে আমরা সবাই উপকৃত হবো।

মনে রাখতে হবে, একটি সড়ক দুর্ঘটনা একটি পরিবারের সারাজীবনের কান্না। আমাদের অবহেলার জন্য আমরা যে কেউই এ কান্নার শিকার হতে পারি। সুতরাং সড়ক দুর্ঘটনা রোধে আমরা যদি আমাদের দায়িত্বটি যথাযথভাবে পালন করি তাহলে তার ফল কিন্তু আমরাই ভোগ করব। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে 'নিরাপদ সড়ক চাই'সহ দেশে বিভিন্ন সংগঠন দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করছে। আমরা এসব সংগঠনের সঙ্গে কাজ করে দুর্ঘটনা রোধে জনমত গঠনে এবং সংশ্লিষ্টদের সচেতন করে তোলার কাজটিও করতে পারি। আসুন না আমরা সবাই মিলে আমাদের জীবনে প্রায় অনিবার্য এ দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করি।

ইয়াসমীন আরা লেখা: ডিন- উত্তরা ইউনিভার্সিটি